জনাব গোলাম রসূলের কাহিনী

কাশ্মীর দ্বন্দ্ব দ্বারা নির্ধারিত একটি জীবন

১৯৩০ সালে ইণ্ডিয়ার কাশ্মীরে আমার জন্ম হয়। কাজের খোঁজে ১৫ বছর বয়সে আমি কাশ্মীর ত্যাগ করে ইণ্ডিয়ার শিমলায় আসি। চার পাঁচ বন্ধু, একত্রে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে শিমলায় আসার পরিকল্পনা করি। আমরা পায়ে হেঁটে শিমলায় পৌঁছাই, মোট ১৫ দিন লেগেছিল।

এক বছর পরে, ১৯৪৭ সাল নাগাদ, যে পথে আমি শিমলায় এসেছিলাম সে পথে আমি আর ফিরে যেতে পারি না, কারণ তখন হিন্দু/মুসলমানের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তারা বর্ডার বা সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে, সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ। আমি বিচ্ছেদ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না: রাজনীতিকরা কি ভাবছেন, হিন্দুরা কি ভাবছেন, মুসলমানরা কি ভাবছেন, আমি কিছুই জানতাম না। রায়ট বা দাঙ্গার সময় আমি রেডিও শুনতাম, তখন ঘোষণা করা হতো এ এলাকা বা সে এলাকায় যাওয়া নিষেধ, কারণ সেখানে দাঙ্গা চলছে, মানুষ একে অপরকে হত্যা করছে। কিন্তু এই যে বিচ্ছেদ বা বিভক্তি ঘটতে চলছে, সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না।

আমি লাহোরে গিয়েছিলাম। হিন্দুদের বাড়িঘর পুড়ছে, যেখানে হিন্দুরা থাকে, মুসলমানদের কারণে পুরো বাড়ি জ্বলছে। লাহোর থেকে হিন্দুরা পালিয়ে যাচেছ, মুসলমানেরা পালাচ্ছে শিমলা থেকে, উভয় সম্প্রদায়ই পালাচ্ছে। আমি লোকদের পালাতে, গুলি করতে, একে অপরকে হত্যা করতে দেখেছি। সর্বত্রই রক্ত।

আমি আমার পুরো পরিবারকেই হারিয়েছি। যে সময়ে আমি শিমলায় আসি তখন আমার ছয় বোন দুই ভাই এবং মা-বাবা ছিল। এর পরে তাদের মুখ আমি আর দেখিনি। কাশ্মীর সমস্যা এখনও চলছে, এত সমস্যা যে আমি এখন আর কাশ্মীরে থাকতে পারি না। আমি যে একজন কাশ্মীরি আমি তা প্রমাণ করতে পারি না।

আমার জীবন এখন অতি উত্তম কারণ আমার নিরাপত্তা আছে এবং কোন ভয় নেই। যে কোন সময় বাইরে বেরুলে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না তুমি কোথায় থাকছ, কি করছ। আমি কখনও আমার পরিবারের কথা এবং আমার নিজের দেশের কথা ভুলিনি। কাশ্মীরে ফিরে যাওয়ার কথা ভেবে আমি প্রতি রাতেই কাদঁতাম। সবকিছুই আমার মনে আছে, নদী, পাহাড়. কাশ্মীরের প্রতিটি কণা। অন্তরে আমি এখন পাথর হয়ে গেছি।